বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১২৬৯৭/২০২৪
সংগে
রীট পিটিশন নং ১২৬৯৮/২০২৪
সংগে
রীট পিটিশন নং ১২৬৯৯/২০২৪
সংগে
রীট পিটিশন নং ১২৭০০/২০২৪

আহম্মদ নবী চৌধুরী

------দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য

------ প্রতিপক্ষগণ।

সিনিয়র এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফকরুল ইসলাম সংগে
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন

----- দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ আলী আব্বাস চৌধুরী

----৫নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আরশাাদুর রউফ, অতিরিক্ত এ্যাটর্নী জেনারেল
সংগে
এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ওবায়দুর রহমান তারেক, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শোয়েব মাহমুদ, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মোঃ আবুল হাসান, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

---------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

(রীট পিটিশন নং ১২৬৯৭/২০২৪, ১২৬৯৮/২০২৪, ১২৬৯৯/২০২৪ এবং ১২৭০০/২০২৪)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল
এবং
বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

শুনানীর তারিখঃ ১২.০১.২০২৫, ১৭.০২.২০২৫ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৫।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

একই ঘটনা ও আইনের প্রশ্ন জড়িত বিধায় অত্র রুলগুলি একত্রে শুনানী করে অত্র একক রায়ে নিস্পত্তি করা হলো।

দরখাস্তকারী আহম্মদ নবী চৌধুরী কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীন আনীত দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানোপূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলগুলি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ধারা ৫ এবং ১২ এর বিধানাবলি অনুসরণ করে তফসিলি ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নির্দেশনা/নির্দেশিকা/স্পষ্টীকরণ জারী করা বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনের দ্বারা করণীয় কার্য এবং উক্ত করণীয় কার্য করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে কেন নির্দেশ প্রদান করা হবে না এবং অত্র আদালত কর্তৃক সঠিক এবং যথাযথ মনে করলে অন্যান্য বা অতিরিক্ত আদেশ বা আদেশসমূহ কেন প্রদান করা হবেনা মর্মে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানো পূর্বক রুল নিশি প্রেরণ করা হোক।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফকরুল ইসলাম সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ আলী আক্কাস ৫ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ, অতিরিক্ত এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল রাষ্ট্রপক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র রীট পিটিশন দরখাস্তটি পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট, ৫ নং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত এ্যাটর্নী জেনারেল এবং বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া কোন দেশ উন্নত দেশ হতে পারে না। ধনী রাষ্ট্রের অপর নাম ব্যবসা বান্ধব দেশ। ব্যবসার অপর নাম উন্নতি। ব্যবসা এবং উন্নতি সমার্থক। সেই ব্যবসার মূল নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে সৎ, পরিশ্রমী এবং দক্ষ ব্যবসায়ীগণ। সৎ, দক্ষ পরিশ্রমী ব্যবসায়ী না থাকলে যেমনটি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন হয় না তেমনি কোন রাষ্ট্রের পক্ষেও উন্নত এবং ধনী হওয়া সম্ভব নয়।

রাষ্ট্র তখনই সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী ব্যবসায়ী পাবে, যখন সেই রাষ্ট্র সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী ব্যবসায়ীদের লালন-পালন করে, সহায়তা করে এবং সুরক্ষা প্রদান করে।

যে রাষ্ট্র সৎ, দক্ষ এবং পরিশ্রমী ব্যবসায়ীদের সহায়তা না করে অসৎ, অদক্ষ এবং দেশবিরোধী ব্যবসায়ীদের সহায়তা করে, সে রাষ্ট্র কখনোই উন্নত এবং ধনী রাষ্ট্র হিসেবে উন্নতি লাভ করতে পারেনা।

আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি চরম নৈরাজ্য বিদ্যমান। যারা সৎ,দক্ষ এবং পরিশ্রমী ব্যবসায়ী তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথ ঋণ সহায়তা পাচ্ছেন না। আবার তারা ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত হলেও অনেক সময়েই তারা সেই ঋণ সহায়তা যথাসময়ে পাচ্ছেন না। এছাড়া ঋণ প্রদানকালে এমনসব শর্তাবলী দেওয়া হচ্ছে যার ফলে পরিশ্রমী ব্যবসায়ীদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নানা সংকট পতিত হয়ে তারা ঋণখেলাপী হতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থঋণ আইন এর মূল লক্ষ্যকে পাশ কাটিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** *এর ১৩৮ ধারা মোতাবেক মামলা দায়ের করে চলেছে।*

ঋণ নেওয়ার পরে ঋণ গ্রহীতাগণ বিভিন্ন কারণে ঋণ খেলাপী হতে পারেন । ব্যবসা করলে যে শুধু লাভই হবে, ক্ষতি হবে না এমন তো নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি মাথায় নিয়ে ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করতে হয়। অপরদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ দেওয়ার সময় তাদের মাথায়ও নিশ্চয় এটা থাকে যে, ঋণ গ্রহীতাগণ ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে উক্ত ব্যবসা হতে লাভবানও হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন কিংবা ক্ষতিগ্রস্থও হতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ বিভিন্ন কারণে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ঋণ প্রদানে ব্যর্থ হতে পারেন এই সম্ভাবনা মাথায় রেখে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ হতে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক গ্রহণ করেন, আর্থিকভাবে সক্ষম ঋণগ্রহীতাগণের উপকারী বন্ধু হতে ***Personal Guarantee*** *গ্রহণ করেন।*

বর্তমানে অধস্তন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক দাখিলকৃত মোকদ্দমার একটি বিবরণী অত্র আদালতের মৌখিক নির্দেশে প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আরিফ হোসেন বেপারী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বিগত ইংরেজী

১৭.০২.২০২৫ তারিখে প্রেরণ করেন। নিম্নে উক্ত বিবরণী অবিকল অনুলিখন হলোঃ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
www.supremecourt.gov.bd
বিবরণী শাখা

*২০২৪ খ্রিঃ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারী রিভিশন ও ফৌজদারী রুল রিভিশন এবং সারা বাংলাদেশে (নিম্ন আদালত)-**এন.আই.এ্যাক্ট** মামলার পরিসংখ্যানঃ-*

হাইকোর্ট বিভাগ

মামলা	*বর্তমানে বিচারাধীন*	*মন্তব্য*
ফৌজদারী রিভিশন	*৩৭,৩৪২*	*হাইকোর্ট বিভাগের ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী রুল রিভিশন মামলা এর মধ্যেই নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতের দায়ের করা এন.আই. এ্যাক্ট এর মামলা অন্তর্ভূক্ত।*
ফৌজদারী রুল রিভিশন	*০১*	

২০২৪ খ্রিঃ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নিম্ন আদালরেত এন.আই.এ্যাক্ট (বিচারাধীন) মামলার পরিসংখ্যানঃ-		
ক্রমিক নং	*তথ্যাবলী*	*মামলার পরিসংখ্যান*
০১	*সারা বাংলাদেশের অধস্তন আদালতের এন.আই. এ্যাক্ট মামলার সংখ্যা*	*৩,১৯,৮৮৯*

The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক উপরিউল্লিখিত বিচারাধীন মামলার মধ্যে বেশিরভাগ মামলার উৎপত্তি ব্যাংক তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ***The***

Negotiable Instruments Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক দাখিলকৃত মোকদ্দমার কারণে।

এই বিপুল সংখ্যক মোকদ্দমা আদালতসমূহের উপর বোঝা আকারে বিরাজমান। ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ১৩৮ ধারার অধীন আনা মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হয় এবং হাইকোর্টে রিভিশন দায়ের হয় এবং আপীল বিভাগে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা অহরহ দায়ের হচ্ছে। এতে একটি মামলা থেকে ৩ থেকে ৪টি মামলা উৎপত্তি হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এই আইন বহির্ভূত মামলাগুলো বিচার বিভাগ থেকে সরিয়ে দিলে বিচার বিভাগের কাজের যেমন গতি পাবে তেমনি মানুষও দ্রুত এবং সঠিক ন্যায় বিচার পাবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ (১) মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ (২) মোতাবেক জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০১ মোতাবেক এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (১) মোতাবেক কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (২) মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে-

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারী পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (৩) মোতাবেক উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (৪) মোতাবেক এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ

(ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে,

সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ (৫) মোতাবেক প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃঙ্খলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৩ (১) মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৩ (২) মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ

(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে।

অথবা

(খ) কোন মৃত্যুদন্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; অথবা

(গ) উক্ত বিভাগের অবমামনার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন;

এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৩ (৩) মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৩ (৪) মোতাবেক সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য,অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৪ মোতাবেক কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিলপত্র উদ্ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট জারী করিতে পারিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৫ মোতাবেক সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি-সাপেক্ষে আপীল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ মোতাবেক যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয়

বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৭ (১) মোতাবেক সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৭ (২) মোতাবেক সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৭ (৩) মোতাবেক এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৭ (৪) মোতাবেক প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৮ মোতাবেক সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দন্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন-সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৯ মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল [আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১০ মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোন অধস্তন আদালতে

বিচারাধীন কোন মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং

(ক) স্বয়ং মামলাটির মীমাংসা করিবেন; অথবা

(খ) উক্ত আইনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই আদালতে (বা অন্য কোন অধস্তন আদালতে) মামলাটি ফেরৎ পাঠাইবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার পর সেই আদালত উক্ত রায়ের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া মামলাটির মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

অর্থাৎ এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং সকলে এই সংবিধানকে মেনে চলবে। এই সংবিধানই প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমনটি নির্দিষ্ট করেছে হাইকোর্ট এবং আপীল বিভাগের কাজ।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ (১) মোতাবেক "জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।"

সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশের সংবিধানসহ প্রচলিত এবং কার্যকর সকল আইন এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত সকল আইন অনুযায়ী নিজেরা যেমনটি কাজ করবেন তেমনি অন্য সকলে যেন সে অনুযায়ী কাজ করে সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সুপ্রীম কোর্টের আইনত কর্তব্য ও দায়িত্ব ।

গণতন্ত্রের অন্যতম মুখ্য শর্ত হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ব্যতীত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা তখনই

সম্ভব হবে যখন রাষ্ট্রের ৩টি বিভাগ সংবিধান মোতাবেক নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে যার যার দায়িত্ব সঠিক এবং ন্যায়ানুগভাবে পালন করবেন।

ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম হিন্দুস্থান ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন **(Union of India-Vs- Hindustan Development Corporation (AIR 1994 271 Supreme Court 988)** মোকদ্দমায় অভিমত প্রদান করা হয়েছে যে,

> *"In Attorney General for New South Wales' case (1990(64) Aus LJR 327), it is observed as under:* ***"Some advocates of judicial intervention would encourage the courts to expand the scope and purpose of judicial review, especially to provide some check on the Executive Government which nowadays exercise enormous powers beyond the capacity of the Parliament to supervise effectively. Such advocacy is misplaced.*** *If the courts were to assume a jurisdiction to review administrative acts or decisions which are "unfair" in the opinion of the court-not the product of procedural fairness, but unfair on the merits-the courts would be assuming a jurisdiction to do the very thing which is to be done by the respository of an administrative power, namely, choosing among the courses of action upon which reasonable minds might differ.*
>
> *If judicial review were to trespass on the merits of the exercise of administrative power, it would put its own legitimacy at ristk. The risk must be acknowledged for a reason which Frankfurter, J. stated in Trop v. Dulles, (1958) 356 US 86 at 119: "All power is, in Madison's phrase, 'of an encroaching nature' ....Judicial power is not immune against this human weakness. It also must be on guard against encroaching beyond its proper bounds, and not the less so since* ***the only restraint upon it is self-restraint."***

সুপ্রীম কোর্ট সর্বাবস্থায় গুরুত্বের সহকারে "নিজেকে নিয়ন্ত্রণ নীতি" বা আত্মনিয়ন্ত্রন নীতি অনুসরণ করবে। কারণ সুপ্রীম কোর্ট জনগণের শেষ আশ্রয়স্থল।

আইন প্রণেতারা কি উদ্দেশ্যে আইনটি প্রণয়ন করেছেন তা নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট কখনো কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। তবে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬ মোতাবেক সংবিধানের তৃতীয় ভাগের বিধানাবলীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধান প্রদান করেছে।

মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনে অসাবধানতা বশত কোন শব্দ বাদ পড়েছে বলে সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রতীয়মান হলেও সুপ্রীম কোর্ট বিচারিক ব্যাখ্যা প্রদান করার নামে উক্ত শব্দ যোগ করতে আইনত অধিকারী নয় । অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনকে পাস কাটিয়ে যাবেন না কিংবা অগ্রাহ্য কিংবা বাতিল করবেন না যদি না সেটি সংবিধানের তৃতীয় ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

কমিশনার অব সেলস ট্যাক্স বনাম পারসন টুলস এবং প্লান্টস [**(1975) 4 SCC 22]** মামলায় অভিমন প্রদান করা হয় যে,

> *"The will of the legislature is the supreme law which demands absolute obedience. Judicial power is not to be exercised to give effect to the will of the judges, but to give effect to the will of the legislature, in other words, to the will of the law. So, where the legislature clearly declares its intent in the scheme and language of a statute, the duty of the court is to give full effect to the same without scanning its wisdom on policy, and without engrafting, adding or implying anything which is not congenial to or consistent with such well-expressed intent of the law givers. If the legislature wilfully omits to incorporate something in a statute, or even if there is a casus omissus in statute, the language of which is otherwise plain and unambiguous, the court is not competent to supply the omission under the guise of interpretation, something what it thinks to be a general principle of justice and equity. The primary function of a court of law being jus dicere and not jus dare the paramount rule of interpretation of legislative intent should be applied by the courts."*

আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট কিভাবে তা করবেন তদবিষয়ে নাসির উদ্দিন বনাম সীতারাম (Nasiruddin vs Sita Ram, AIR 2003 SC 1543) মোকদ্দমায় অভিমত প্রদান করা হয় যে,

> *"The Court's jurisdiction to interpret a statute can be invoked when the same is ambiguous. It is well known that in a given case the Court can iron out of the fabric. It cannot change the texture of the fabric. It cannot enlarge the scope of legislation or intention when the language of the provision is plain and unambiguous. It cannot add to or subtract words to a statute or read something into it which is not there. It cannot re-write or recast legislation. It is also necessary to determine that there exists a presumption that the Legislature has not used any superfluous words. It is well settled that the real intention of the legislation must be gathered from the language used. It may be true that use of the expression 'shall or may' is not decisive for 273 arriving at a finding as to whether a statute is directory or mandatory. But the intention of the Legislature must be found out from the scheme of the Act. It is also equally well-settled that when negative words are used the Court will presume that the intention of the Legislature was that the provisions are mandatory in character.*

সুপ্রীম কোর্ট আইনের ব্যাখ্যা প্রদানকালে যেটি বলবেন তা হলো *"jus dicere and not jus dare"—"to speak the law not to give law"* *অর্থাৎ আইন কি বলছে সেটি বলা আইন প্রণয়ন করা নয়। অর্থাৎ আইনের ব্যাখ্যা করার সময় সুপ্রীম কোর্ট এর দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট আইনটিকে আইন প্রণেতাদের চিন্তা চেতনা ধারণ করে ব্যাখ্যা করতে হবে।*

"ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১" এর ধারা ৫(৩) এবং ৭(১) অনুযায়ী, ব্যাংক সহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কোনও চেক জামানত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না এবং সেই চেককে ভিত্তি করে The Negotiable Instruments Act, 1881 অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে পারে না, কারণ ঋণ আদায়ের জন্য একটি বিশেষ আইন রয়েছে, যার নাম হলো "অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩" । এই আইন অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র "অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩"এর অধীনেই প্রতিকার চাওয়া যেতে পারে এবং তারা কোনওভাবেই The Negotiable Instruments Act, 1881

এর ধারা ১৩৮ অনুযায়ী জামানত হিসেবে রাখা চেক ব্যবহার করে মামলা করতে পারে না, যেহেতু এই ধরনের চেক ‘জামানত দলিল’ হিসেবে ধরা হয় উক্ত আইনের আওতায়।

ব্যাংক আবেদনকারীর পক্ষে ঋণ সুবিধাটি অনুমোদন করে, তখন আবেদনকারী উক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থের বিপরীতে পোস্ট-ডেটেড চেক প্রদান করেন, যা ব্যাংকের অনুকূলে ইস্যু করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বন্ধক দলিলসহ অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে তা জমা দেন। বিষয়টি ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ অনুমোদন পত্র থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কিন্তু পরবর্তীতে, ব্যাংক স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে উক্ত পোস্ট-ডেটেড চেক সমূহ নগদায়নের মাধ্যমে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ অনুসারে মামলা দায়ের করে। ফলে, এই মামলা দায়ের ও তার কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আইনগত কর্তৃত্ববিহীন ও অকার্যকর ।

The Negotiable Instruments Act, 1881 প্রণীত হয় ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৮১ সালে এবং ‘‘অর্থঋণ ঋণ আদালত আইন,২০০৩’’ কার্যকর হয় ১০ মার্চ, ২০০৩ তারিখে, যা ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশেষ আইন হিসেবে প্রণীত। এই আইনটি ঋণ আদায়ের বিদ্যমান সকল আইনের সংশোধন ও সংহতকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে এবং এর প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে: ‘‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতিকরণের জন্য প্রণীত আইন’’। অতএব, প্রতিপক্ষ ব্যাংক ‘‘অর্থঋণ আদালত আইন,২০০৩’’ এর ধারা ৪ ও ৫ অনুসারে শুধুমাত্র উক্ত আইনের অধীনে প্রতকার চাইতে পারে।

আবেদনকারী যে চেকগুলো স্বাক্ষর করেছেন, তা তারিখবিহীন ছিল এবং ঋণের জামানত হিসেবে প্রদত্ত। উক্ত চেকসমূহ ‘‘জামানত দলিল’’ হিসেবে ‘‘অর্থঋণ আদালত আইন,২০০৩’’ এর ধারা ৮(৩) অনুযায়ী কেবলমাত্র ঋণ মামলা দায়েরের সময় প্রাসঙ্গিক আদালতে উপস্থাপনযোগ্য। তাই উক্ত চেকসমূহ ব্যবহার করে ‘‘বিনিমেয় দলিল আইন,১৮৮১’’ এর ধারা ১৩৮ অনুযায়ী মামলার সূচনা করা যায় না ।

তারিখবিহীন চেক জামানত হিসেবে গ্রহণ এবং পরবর্তীতে তা ব্যবহার করে ‘‘ The Negotiable Instruments Act, 1881’’ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা সংবিধানের ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারীর মৌলিক অধিকার লংঘন ।

এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮নং আইন) এর প্রস্তাবনা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ প্রয়োজনীয়;

অর্থ ঋণ আইন, ২০০৩ এর উপরিউল্লিখিত প্রস্তাবনা সহজ সরল পাঠে এটি প্রতীয়মান যে, আইনটি প্রণয়ন হয়েছে কেবলমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য। ঋণ গ্রহীতা হতে কি পদ্ধতিতে ঋণটি আদায় করতে হবে তার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এই আইনে। সুতরাং উপরিউল্লিখিত প্রস্তাবনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতি ব্যতিত অন্য পদ্ধতিতে ঋণ আদায় করা যাবে না। অর্থাৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো খেলাপি ঋণ গ্রহীতার ঋণ আদায় কেবলমাত্র এই আইনের অধীনে এবং অত্র আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতেই আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন, অন্য কোন ভাবে নয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৪ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

আদালত প্রতিষ্ঠা ৪। (১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মামলার বিচার ও এই আইনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সুবিধাজনক মনে করিলে, দুই বা ততোধিক জেলার জন্য একটি অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন কোন অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত না হইয়া থাকিলে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত মামলা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দায়ের করিতে হইবে; এবং এই আইনের বিধানাবলী ঐ সকল মামলার শুনানী, জারী, আপীল ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রমে এমনভাবে অনুসরণীয় হইবে, যেন উক্ত যুগ্ম-জেলা জজ আদালত এই আইনের অধীনেই প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত আদালত এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে উক্ত যুগ্ম-জেলা জজের আদালত এই আইনের অধীন অর্থ ঋণ আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বর্তমানে কার্যরত যুগ্ম-জেলা জজের কোন আদালতকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, Civil Courts Act, 1887 এর বিধান অনুসারে, উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্র স্থানান্তর বা অন্যত্র পুনঃনির্ধারণপূর্বক, অর্থ ঋণ আদালত হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ ঘোষণার পর যুগ্ম-জেলা জজ আদালত হিসাবে উক্ত আদালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে বা স্থগিত থাকিবে, এবং জেলা জজ উক্ত যুগ্ম- জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন অন্য সকল মামলা তাঁহার

এখতিয়ারাধীন অন্য কোন যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে বদলীর নির্দেশ দান করিবেন।

(৫) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে যুগ্ম-জেলা জজগণের মধ্য হইতে অর্থ ঋণ আদালতে বিচারক নিয়োগ করিবে, এবং উক্তরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত একজন যুগ্ম-জেলা জজ অর্থ ঋণ সংক্রান্ত মামলা ব্যতিরেকে অন্য কোন দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী মামলার বিচারকার্য করিতে পারিবেন না।

(৬) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে অর্থ ঋণ আদালতের একজন বিচারককে, নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত, একাধিক অর্থ ঋণ আদালতের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) ছুটি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে এই ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থ ঋণ আদালতে নিযুক্ত বিচারক দায়িত্ব পালনে সাময়িকভাবে অসমর্থ হইলে, জেলা জজ তাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্র ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত কোন যুগ্ম-জেলা জজকে সাময়িকভাবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত বা পূর্ণকালীন সময়ের জন্য উক্ত অর্থ ঋণ আদালতের দায়িত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৮) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সময়, যে কোন অর্থ ঋণ আদালত বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

(৯) সরকার উপ-ধারা (৮) অনুসারে কোন অর্থ ঋণ আদালত বিলুপ্ত করিলে একই আদেশ দ্বারা উক্ত আদালতে বিচারাধীন মামলার বিষয়েও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার বিধান করিবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

আদালতের একক এখতিয়ারঃ ৫। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, ***আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলার ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থ ঋণ আদালতে দায়ের করিতে হইবে এবং উক্ত আদালতেই উহাদের নিষ্পত্তি হইবে।***

(২) এই আইনের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থাবর সম্পত্তি জামানত স্বরূপ বন্ধক গ্রহণপূর্বক প্রদত্ত ঋনের বিপরীতে উক্ত বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় (Sale) বা নিষ্ক্রিয় সমাপ্তির (Foreclosure) উদ্দেশ্যে The Transfer of Property Act, 1882 (Act No. IV of 1882) এর section 67 এর অধীন এবং The Code of Civil procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর Order XXXIV এর বিধান অনুযায়ী কোন বন্ধকী মামলা (Mortgage

suit) দায়ের করিতে চাহিলে, উক্ত মামলা ও এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত অর্থ ঋণ আদালতেই দায়ের করিতে হইবে; এবং এই রূপ ক্ষেত্রে The Code of Civil Procedure, 1908 এর বিধানসমূহ এই আইনের বিধানসমূহের সহিত, যতদূর সম্ভব, সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা নিষ্ক্রিয় সমাপ্তির (Foreclosure) উদ্দেশ্যে একটি বন্ধকী মামলা (Mortgage suit) হইলে, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী প্রাথমিক ডিক্রী (Preliminary decree) হইবে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ার্থ দায়েরকৃত মামলায় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী চূড়ান্ত ডিক্রী (Final decree) হইবে।

(৪) The Transfer of Property Act, 1882 অথবা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৩) এর অধীন বন্ধকী মামলা ব্যাতিরেকে, এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায়, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী বাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিষ্ক্রিয় সমাপ্তির (Foreclosure) প্রাথমিক ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে; এবং ঋণের বিপরীতে বাদীর অনুকূলে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীর ধারাবাহিকতায় নিলাম বিক্রয় হওয়া মাত্রই উক্ত প্রাথমিক ডিক্রী চূড়ান্ত ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে, এবং বিক্রয় চূড়ান্ত ও ক্রয় বৈধ গণ্য হইবে এবং অতঃপর উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিবার কোনরূপ অধিকার (Right to redeem) বিবাদী-দায়িকের থাকিবে না।

(৫) The Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর বিধানে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, এই আইনের অধীন অর্থ ঋণ আদালত কর্তৃক আদায়যোগ্য ঋণ "সরকারি পাওনা" হইলেও উহা আদায়ার্থ মামলা এই আইনের অধীন আদালতেই দায়ের করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনূর্ধ্ব [৫,০০,০০০ টাকার) (পাঁচ লক্ষ টাকা) দাবী সম্বলিত মামলাসমূহ অর্থ ঋণ আদালতে দায়ের না করিয়া The Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা হিসাবেও দায়ের করা যাইবে।

(৬) কোন বিশেষ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ার্থ কোন বিশেষ বিধান উক্ত বিশেষ আইনে থাকিলে, এই আইনের বিধান উক্ত আইনের বিধানের অতিরিক্ত গণ্য হইবে; এবং অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন আদালতে ঋণ আদায়ার্থ মামলা দায়ের করা হইলে এই আইনের বিধানাবলীই প্রযোজ্য হইবে।

(৭) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, এই ধারার কোন কিছুই কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারা ২ এর দফা (ক) এর উপ-দফা (১২), (১৩), (১৪), (১৫), (১৬) ও (১৭) এর অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে না।

(৮) এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা "অর্থ ঋণ মামলা" নামে রেজিস্ট্রি হইবে।

(৯) কোন জেলায় একাধিক অর্থ ঋণ আদালত থাকিলে, মামলা দায়েরের জন্য উহাদের স্থানীয় অধিক্ষেত্র জেলা জজ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(১০) জেলা জজ স্বেচ্ছায় বা মামলার কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন মনে করিলে, কোন অর্থ ঋণ আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা তাঁহার নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় অবস্থিত অন্য কোন অর্থ ঋণ আদালতে, যদি থাকে, স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(১১) অর্থ ঋণ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ন না হওয়া সাপেক্ষে, দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার উহার থাকিবে।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর উপরিউল্লিখিত ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খেলাপি ঋণ গ্রহীতা হতে ঋণ আদায় করতে হলে ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থঋণ আদালতেই কেবলমাত্র মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে। অন্য কোন ভাবে কিংবা অন্য কোন আদালতে খেলাপি ঋণ গ্রহীতা হতে ঋণ আদায় এর লক্ষ্যে কোন মামলা আর্থিক প্রতিষ্ঠান দায়ের করতে পারবেন না।

এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ খেলাপি ঋণ গ্রহীতা হতে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে মামলা ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থ ঋণ আদালতেই যেমনটি দাখিল করতে হবে তেমনই উক্ত আদালতেই উহাদের নিষ্পত্তি করতে হবে। অর্থাৎ ঋণ আদায়ের মোকদ্দমা শুনানী এবং নিষ্পত্তিতে অন্য সকল প্রকার আদালতকে আইন দ্বারা বারিত তথা নিষেধ করা হয়েছে।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর প্রস্তাবনা এবং ধারা ৫ একসাথে পাঠে এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতীয়মান যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোনো খেলাপি ঋণ গ্রহীতা হতে ঋণের টাকা আদায় করতে হলে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে যাবতীয়

মামলা কেবলমাত্র অর্থঋণ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থঋণ আদালতেই দায়ের করতে পারবেন, অন্য কোনো আদালতে নয়।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ২ উপধারা (গ)-এ বর্ণিত ঋণ গ্রহণের পর উহা প্রদানে ব্যর্থ হয়ে যখন ঋণ গ্রহীতা ঋণ খেলাপী হয়ে যায় তখন উক্ত ঋণ গ্রহীতা কোন ফৌজদারী অপরাধ করেন না। ফলে উক্ত ঋণ খেলাপীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের আইন ও সংবিধান পরিপন্থী।

অর্থঋণ আদালত আইন,২০০৩ এর ধারা ৫ (প্রস্তাবনা, ধারা ৩ ও ধারা ৪ এর সঙ্গে পঠিতব্য) দ্বারা কার্যত **(default)** আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের নিমিত্তে **The Negotiable Instruments Act, 1881** এর ধারা ১৩৮ এর আওতায় মামলা দায়েরে বারিত তথা নিষেধ করা হয়েছে।

ঋণ গ্রহীতা ঋণ খেলাপী হলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফৌজদারী মামলা করতে পারবে এমনতর চুক্তি সম্পাদন করা হলেও চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ২৩ মোতাবেক সে চুক্তি বাতিল চুক্তি।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ মোতাবেক আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ (***To be treated in accordance with law)*** এবং কেবল আইন অনুযায়ী ব্যবহারলাভ (***Only in accordance with law)*** প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তি অবিচ্ছেদ্য অধিকার (***inalienable right***)।

অপরদিকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ মোতাবেক আইনানুযায়ী ব্যতিত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না যাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ এবং সুনাম এর হানি ঘটে।

অর্থ ঋণ আইন, ২০০৩ মোতাবেক ঋণ আদায়ের সকল মোকদ্দমা অর্থঋণ আদালতে দায়ের করতে হবে কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ গ্রহীতাদের সাথে আইনানুযায়ী ব্যবহার করছেন না। আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্থঋণ আইন, ২০০৩ এর পরিপন্থীভাবে অর্থঋণ আদালতের বাইরে যেয়ে ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে ঋণ আদায়ের বেআইনী পন্থা অবলম্বন করে ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এ ধারা ১৩৮ মোতাবেক অহরহ মামলার মোকদ্দমা দায়ের

করছেন। এ ধরণের মামলা ঋণ গ্রহীতাদের জীবন, স্বাধীনতা, দেহ এবং সুনাম এর হানি ঘটাচ্ছে, যা ঋণ গ্রহীতার মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এমনতর বেআইনী ও এখতিয়ারবহির্ভুত মামলায় বিচার বিভাগ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে বিচার বিভাগের পক্ষে ন্যায়বিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এ ধরনের বেআইনী কার্য প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে প্রমাণিত।

স্বীকৃতমতেই বর্তমান মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ ব্যাংক কর্তৃক দরখাস্তকারীর বরাবরে বিনিয়োগ চুক্তি মঞ্জুর করেন। দরখাস্তকারী, প্রতিপক্ষ ব্যাংকের পাওনা টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংক পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্তে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫ এর পরিপন্থীভাবে, ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এ ধারা ১৩৮ এর আওতায় যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, চট্টগ্রাম-এ দায়রা মামলা নং- ৯৭৪৯/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৮০/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৯৪৯৯/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯৫/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৯৫০৪/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯৬/২০১৯ হতে উদ্ভুত) এবং দায়রা মামলা নং-৯৭৫৫/২০১৯ (সি.আর মামলা নং- ১৭৫/২০১৯ হতে উদ্ভূত) দাখিল করেন।

(রীটপিটিশন নং ১২৬৯৭/২০২৪)

যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, চট্টগ্রাম-এ দায়রা মামলা নং- ৩৩১২/২০২০ (সি. আর. মামলা নং- ১৮/২০২০ হতে উদ্ভুত) এবং দায়রা মামলা নং- ৩৮৪৬/২০২০ (সি. আর. মামলা নং-২৬/২০২০হতে উদ্ভুত) দাখিল করেন।

(রীট পিটিশন নং ১২৬৯৮/২০২৪)

যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, চট্টগ্রাম-এ দায়রা মামলা নং- ৮০৪৬/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯১/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৮০৫০/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯২/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৩২৯৬/২০২০ (সি. আর. মামলা নং- ১২/২০২০ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং-৩৩০৭/২০২০ (সি.আর মামলা নং-০৯/২০২০ হতে উদ্ভূত), দায়রা মামলা নং ৩৩০৮/২০২০ (সি,আর মামলা নং ১০/২০২০ হতে উদ্ভুত), দায়রা

মামলা নং ৩৩০৬/২০২০(সি,আর মামলা নং ১১/২০২০ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং ৮০৪৭/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ১৯০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) এবং দায়রা মামলা নং ৮০৪৯/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ১৯৩/২০১৯ হতে উদ্ভুত) দাখিল করেন।

(রীট পিটিশন নং ১২৬৯৯/২০২৪)

যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, চট্টগ্রাম-এ দায়রা মামলা নং-৯৪৯৮/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯৪/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৯৫০৩/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯৭/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৯৫০১/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯৮/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং-৯৫০২/২০১৯ (সি.আর মামলা নং-১৯৯/২০১৯ হতে উদ্ভূত), দায়রা মামলা নং ৯৭৫৭/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ২১৯/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং ৯৭৫৮/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ২০১/২০১৯ হতে উদ্ভুত) এবং দায়রা মামলা নং ৯৭৫১/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ১৮১/২০১৯ হতে উদ্ভুত) দাখিল করেন।

(রীট পিটিশন নং ১২৭০০/২০২৪)

অত্র রুলগুলি চূড়ান্তযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলগুলি চূড়ান্ত করা হলো।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খেলাপী ঋণ গ্রহীতার ঋণ আদায়ের নিমিত্তে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এবং সংবিধান ভংগ করে অবৈধ, বেআইনী ও এখতিয়ার বিহীন প্রচেষ্টা হিসেবে ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ধারা ১৩৮ এর আওতায় মোকদ্দমা দাখিল করাকে বেআইনী এবং এখতিয়ারবহির্ভূত ঘোষনা করা হলো।

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ মোতাবেক সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ খেলাপী ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ঋণ আদায়ের মোকদ্দমা কেবলমাত্র আইনে বর্ণিত অর্থ ঋণ আদালতেই দায়ের করতে হবে।

সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ খেলাপী ঋণ গ্রহীতা থেকে পাওনা আদায়ের লক্ষে ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এর ধারা ১৩৮ এর আওতায় বেআইনী ও এখতিয়ার বিহীন মোকদ্দমা যেন না করে তৎমর্মে

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রেরণ করার জন্য ১ নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অর্থঋন আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫ এর পরিপন্থীভাবে, বেআইনীভাবে এবং এখতিয়ারবিহীনভাবে ***The Negotiable Instruments Act, 1881*** এ ধারা ১৩৮ এর আওতায় দায়েরকৃত যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, চট্টগ্রাম-এ চলমান দায়রা মামলা নং- ৯৭৪৯/২০১৯ *(সি. আর. মামলা নং- ১৮০/২০১৯ হতে উদ্ভূত)*, দায়রা মামলা নং- ৯৪৯৯/২০১৯ *(সি. আর. মামলা নং- ১৯৫/২০১৯ হতে উদ্ভূত)*, দায়রা মামলা নং- ৯৫০৪/২০১৯ *(সি. আর. মামলা নং- ১৯৬/২০১৯ হতে উদ্ভূত)* এবং দায়রা মামলা নং- ৯৭৫৫/২০১৯ *(সি.আর মামলা নং- ১৭৫/২০১৯ হতে উদ্ভূত)* ধারা এর সকল কার্যক্রম এতদ্বারা বাতিল করা হলো ।

যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, চট্টগ্রাম-এ দায়রা মামলা নং- ৩৩১২/২০২০ (সি. আর. মামলা নং- ১৮/২০২০ হতে উদ্ভুত) এবং দায়রা মামলা নং- ৩৮৪৬/২০২০ (সি. আর. মামলা নং-২৬/২০২০হতে উদ্ভুত) ধারা এর সকল কার্যক্রম এতদ্বারা বাতিল করা হলো ।

(রীট পিটিশন নং ১২৬৯৮/২০২৪)

যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, চট্টগ্রাম-এ দায়রা মামলা নং- ৮০৪৬/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯১/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৮০৫০/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯২/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৩২৯৬/২০২০ (সি. আর. মামলা নং- ১২/২০২০ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং-৩৩০৭/২০২০ (সি.আর মামলা নং-০৯/২০২০ হতে উদ্ভূত), দায়রা মামলা নং ৩৩০৮/২০২০ (সি,আর মামলা নং ১০/২০২০ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং ৩৩০৬/২০২০(সি,আর মামলা নং ১১/২০২০ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং ৮০৪৭/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ১৯০/২০১৯ হতে উদ্ভুত) এবং দায়রা মামলা নং ৮০৪৯/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ১৯৩/২০১৯ হতে উদ্ভুত) ধারা এর সকল কার্যক্রম এতদ্বারা বাতিল করা হলো ।

(রীট পিটিশন নং ১২৬৯৯/২০২৪)

যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, চট্টগ্রাম-এ দায়রা মামলা নং- ৯৪৯৮/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯৪/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৯৫০৩/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯৭/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং- ৯৫০১/২০১৯ (সি. আর. মামলা নং- ১৯৮/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং-৯৫০২/২০১৯ (সি.আর মামলা নং-১৯৯/২০১৯ হতে উদ্ভূত), দায়রা মামলা নং ৯৭৫৭/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ২১৯/২০১৯ হতে উদ্ভুত), দায়রা মামলা নং ৯৭৫৮/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ২০১/২০১৯ হতে উদ্ভুত) এবং দায়রা মামলা নং ৯৭৫১/২০১৯ (সি,আর মামলা নং ১৮১/২০১৯ হতে উদ্ভুত) ধারা এর সকল কার্যক্রম এতদ্বারা বাতিল করা হলো ।

(রীট পিটিশন নং ১২৭০০/২০২৪)

আইন অনুযায়ী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয় নিম্নরূপ:

১. ঋণ গ্রহীতা আইন অনুযায়ী ঋণখেলাপী হওয়ার সাথে সাথে ঋণ গ্রহীতা যাবতীয় পাওনা এবং দেনা ঋণ গ্রহীতার ঋণের হালনাগাদ বকেয়া আইন অনুযায়ী নির্ধারণ করে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তার ওয়েবসাইটে সকলের সর্বসাধারণের অবহিতির জন্য প্রকাশ করবেন এবং ঋণগ্রহীতার ফাইলে এতদ্‌বিষয়ে উপরিল্লিখিত প্রতিবেদনটি সংরক্ষণ করবেন এবং এর অনুলিপি বাংলাদেশ ব্যাংককের এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংশ্লিষ্ট শাখায় ই-মেইলে এবং পত্র আকারে দু'ভাবে প্রেরণ করবেন।

২. উপরিল্লিখিতভাবে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণখেলাপী হিসেবে ঘোষণার পর অতি দ্রুততার সাথে ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ঋণগ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচলিত প্রথম দশটি দৈনিক পত্রিকার যে কোন দুটিতে নিলাম দরপত্র আহ্বান করবেন।

৩. অতঃপর নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়লব্ধ অর্থের সাথে ঋণ খেলাপীর ঋণ সমন্বয় করে যদি কোন টাকা অবশিষ্ট থাকে অথবা ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করা সম্ভব না হলে অনতিবিলম্বে বিস্তারিতভাবে সার্বিক

বিষয়টি ঋণগ্রহীতার ফাইলে নোট আকারে লিখে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের করবেন এবং উক্ত মামলায় ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তিসহ অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও ক্রোক করে বিক্রয় করার প্রার্থনা করবেন।

৪. উপরিল্লিখিতভাবে ঋণ আদায় ব্যর্থ হলে আইন অনুযায়ী গ্যারান্টরের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে বিক্রয়ের প্রার্থনা করবেন।

বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

আমি একমত।